5th Year, 2nd Issue
Birthday - 2008

৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জন্মদিন - ২০০৮

স্বকণ্ঠে
in her own voice

A Sappho Publication

একটি 'স্যাফো' প্রকাশনা

... for the rights of sexually marginalised women

আমাদের কথা

আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে "ফায়ার" নামক এক চলচ্চিত্র "লেসবিয়ান" নামক এক শব্দকে আমাদের সমাজের শব্দভাণ্ডারে সশব্দে ঢুকিয়ে দিয়ে তোলপাড় তোলার সঙ্গে সঙ্গে আর যে কাজটা করেছিল তা হল — কলকাতাবাসী তিন জোড়া মেয়ের মনের ছাইচাপা "ফায়ার"-এ আবেগ আর সাহসের ইন্ধন জুগিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হতে। সেদিনের সেই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নাম "স্যাফো" — ১৯৯৯ সালে শুরু করে নয় নয় করে ন'টা বছর কাটিয়ে ২০০৮, ২০শে জুন দশে পা দেবে। যদিও এই ন'বছরের পথ বকুল-বিছানো ছিল না, তবুও আজ, খৃষ্টপূর্ব ছয় শতাব্দের নিজের সমপ্রেমের কথা প্রথম নিজের কাব্যে প্রকাশ করা গ্রীক কবি স্যাফো যদি ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে তাঁরই সমনামী সংগঠনকে প্রশ্ন করেন — "আমি শুনেছি তোমরা নাকি এখনও স্বপ্ন দেখো, এখনও গল্প লেখো, গান গাও প্রাণ ভরে ..." — আমরা সমস্বরে বলতে পারি, "হ্যাঁ, তাইতো আমরা, মানে স্যাফো ফর ইকুয়ালিটি, বন্ধু সংগঠন প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাস্টের সঙ্গে মিলে আয়োজন করেছি এই উৎসবের – 2nd Lesbian Gay Bisexual Transgender Film & Video Festival Calcutta 2008, 14th & 15th June, যেখানে উদ্‌যাপন হবে আমাদের ভালবাসার — না বাসার — বন্ধুত্বের — বিরোধের — না-বলা কথার — প্রতিবাদের।"

সমাজের আমরা, আমাদের সমাজ। আমরা প্রাপ্তমনস্ক হচ্ছি। আমরা এখন যৌনতার কথা বলতে পারি — সিনেমাতে সিনেমাতে দেখাই খুল্লম খুল্লা যৌনদৃশ্য, বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ঝোলাই উদোম শরীর সুড়সুড়ি (অধিকাংশে নারীর), সিরিয়ালে সিরিয়ালে ধর্ষণ, সংঘর্ষণ। বিসমকামী পুরুষতান্ত্রিকতার শেকলে বাঁধা পুরুষ দৃষ্টি (Male gaze) তাড়িত সমাজের "সকলি তোমারই ইচ্ছা"- গোছের ব্যাপার স্যাপার। এরই মধ্যে যদি কখনও কোনও এক দলছুট মেয়ে ভেবে বা বলে ফেলে আর এক মেয়েকে "কন্যে, আমার সবই তোমার জন্যে" — ব্যাস্, অমনি — "ভগবান (পড়ুন পুরুষতন্ত্র) ক্রুদ্ধ হয়ে যান, Negation সইতে পারেন না" — হায় রে! কোথায় গেল তখন প্রাপ্তমনস্কতা আর কোথাই বা ঔদার্য্য! তখন কাজ করে আসলে এক ভয়ঙ্কর অস্তিত্বের সঙ্কট, কারণ সে যে "No man's land"! প্রবল এই ভয়ই আকার নেয় প্রতিশোধ প্রবণতার। আর 17th May 2008 International Anti-Homophobia Day-তে নিজেদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে মৃত্যু-আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন আটত্রিশ বছরের ক্রিষ্টি জয়ন্তী মালার ও চল্লিশ বছরের রুক্‌মনি, তামিলনাড়ুর সাথানগাড়ুতে।

এর পরে আর কলম চলে না। হয়তো থেমেও যায় কখনও কখনও। কিন্তু থামলে তো চলবে না। চারিদিকে ছড়ানো বড় বড় জিজ্ঞাসা চিহ্নের মোকাবিলা তো করতেই হবে। জানাতে তো হবেই — কী এত কথা আমাদের! আর শুধু এ আমাদের কথা বলে আমাদের 'অপর' করে দূরে সরিয়ে রাখার দিন বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে। এবার বোধহয় বুঝতেই হবে যে যৌন পছন্দের অধিকারের আন্দোলন (Sexuality Rights Movement) কেবলমাত্র গুটিকতক সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী নারীর আন্দোলন নয়। কোন মেয়ের বিয়ে না করার অধিকার কিংবা বিয়ের পর সন্তানধারণ না করার অথবা সন্তানধারণের সময় নির্দিষ্ট করার অধিকার বা অনিচ্ছুক শরীরে স্বামীর যৌনক্ষুধা (যা অনেক সময় ধর্ষণের নামান্তর) না মেটাতে চাওয়ার অধিকারও কিন্তু Sexuality Rights -এর অন্তর্গত। স্বামীর বহুগামিতা মুখ বুজে এখনও মেনে নিতে হয়, অথচ পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে হেসে অতি সাধারণ কথাবার্তা বলাও কখনও কখনও দোষের হয় কোনও কোনও মেয়ের। বিধবা আর ডিভোর্সী মেয়ের পুনর্বিবাহ এখনও হাতে গোনা ঘটনা। এখনও পর্যন্ত যৌনহিংস্রতা মেয়েদের (কখনও বা "মেয়েলি" পুরুষদের) উপরই হয়। এখনও নারী (কখনও বা "মেয়েলি" পুরুষ) শরীর কেনে পুরুষেরাই। আজও শারীরিক কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কোনও যৌন চাহিদা থাকতে পারে বলে মনে করা হয় না। এ সবই কিন্তু আধিপত্যকারী আবশ্যিক একগামী বিসমকামিতার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। যেভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে বিসমকামিতা এক চিরাচরিতকাল ধরে চলে আসা "স্বাভাবিক" যৌনতা এবং এর উল্টোদিকে যা যা আছে সব প্রথাবহির্ভূত আর অস্বাভাবিক, সেভাবে চলতে থাকলে আসলে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করা হবে সেই পুরুষতন্ত্রকেই যা কিনা এক মানবাধিকার হরণকারী অসাম্যের চাবিকাঠি। তাই আগুনকে ছাই চাপা দিলে চলবে না। তোদের "নিভন্ত ওই চুল্লীতে বোন একটু আগুন দে।"

"EXCAVATIONS OF FEMININE MEMORIES"

An exclusive interview with Giti Thadani – scholar, art historian, lesbian activist and author of the book *Sakhiyani: Lesbian Desire in Ancient and Modern India*

It is a common notion that homosexuality is a "western import". What is your opinion about that?

Homosexuality is very much part and parcel of Indic histories. In fact there were many celebratory traditions that celebrated it. There is ample iconography and textual material to prove this. What however is important is that these histories have been ignored, ravaged by different monotheistic invasions. Further these histories have for the most part been written from a completely heterosexual point of view – whether coming from the *hindutva*, orientalist or even what poses as the 'secular' academic. In effect the technique of othering homosexuality as 'western' is not unique to India. Most patriarchal cultures will invisibilize their own homosexual traditions and then blame it on the 'other'.

Worship of female deities, which was universal in prehistoric cultures, was eclipsed with the emergence of patriarchal society. Please tell us something about the mythology of female power and feminine space and how it is denied and suppressed by the patriarchal agencies like religion?

Firstly, the notion today of religion is very limited to Semitic monotheism all of which originated in West Asia from patriarchal tribes but is now seen as something universal. This is the first myth that needs to be deconstructed. For the worship of female deities is not relegated to just the ancient times but was part and parcel of not only all continents but also West Asian history till its genocide there by patriarchal religion. The older Arabic cultures had extensive goddess traditions. Many of these temples celebrated different kinds of gender and sexuality. The temple in this context was not conceived around a system of belief and submission. It was not a space whereby a middleman as the hierarchical mediator would sermonize.

This is a principle that is present in the *shakti* traditions. The temple is a space of cognition – also through the energy, pleasure & celebratory principle. It is multiple – hence there is no centralized space, text or region. It is both inside and outside. The *devi* is not only present in every woman but as an energy manifestation inclusive of

all genders. Feminine Sexuality is seen as a primordial experience and its ecstatic experiencing as opening the space of the third eye.

Patriarchal religion on the other hand is based on a strict hierarchical system premised on a single absolute jealous godhead that must demonize and kill its other. In its extreme form it demands absolute submission. This also sets up a rigid system of middlemen or rather those who police the religion. A centralized text, a centralized 'temple' space etc. also mark this practice. Underlining this is all the presupposition of one centralized culture and language. In the cultures marked by the feminine deities, one does not find the concept of just one centralized goddess. In the earlier desert Arabic traditions, there is a network of goddesses – not only within their own geographies but also linked to other geographies – Marine for example (Crete & Greek). There is thus not only one temple but often a route. They are greatly linked to the surrounding geographies and were often built in places that were special in its geographical location. Thus hidden water springs in the desert were often dedicated to Al-Uzza or Al-llat. In other words, these traditions worked in relationship to their surroundings and cultures and the emphasis was on linking and networking – not on centralization and 'othering'.

This is again similar to the older feminine traditions in old Europe. In India one finds much more extensive and more recent evidence that corroborate these aspects.

But to return to the principle of pleasure and celebration of the feminine, this is what patriarchal religion is the most threatened by. This is what it has veiled the most and in doing so has created an ideology of martyrdom. If one is a good martyr in this world then in the other world one can receive all the pleasures denied – but only from a heterosexual male point of view (though in some paradises one may enjoy young boys too). Again there is present the ideology of creating this 'other'. This kind of split one does not find in many of the *shakti* philosophies – rather one of mutual pleasure, its integration and celebration. An example of this would be the yogini temples seen as a space of complete autonomous femininity. The central space is left free and was also meant for collective feminine practice. Many of the temples were for women only and it is more than likely that women built these temples. The texts too delineate celebratory forms of sexuality between women as well as the auto-erotic. This is very different from patriarchal religions that objectifies this as the dangerous other. And when it has carried out its genocide, pretends that it does not exist. Eventually the absolute god must be masculine, only certain men can be its authorized mediators and in its space of the biological family, women must be used only as the field for procreation and eventually for male pleasure.

In the *shakti* traditions where *sambhog* played a vital role – the pleasure principle was to be experienced and not objectified in a submissive hierarchy in which one gender had to be active and one passive. Instead it was based on the *jami* principle of twinning or mutual attraction and its realization through *sambhog*. *Jami* was vitally linked to the same-sex. However this could also be experienced by different genders if they were to go beyond gender difference and hierarchy.

In "Sakhiyani" you challenged the erasure of indigenous language and histories which describe an erotic context for those who love their own sex, particularly language describing the female experience. Could you please share some of your experiences about appropriation and heterosexualisation of the goddess sites?

Many of these ancient sites were destroyed by the different monotheistic invasions and colonizations. This should not be forgotten for it led to the idea that poly-cosmology had to be unified under the concept of 'Hinduism'. Prior to monotheism, there was no concept of Hinduism. There were poly-cosmologies in which both patriarchy and matrifocal traditions could exist side by side. For there was no concept of a single godhead. The cosmological could exist at the level of the *sv-isht* (the self desired) at the level of the individual, then at the level of the biological family, then at the geographical etc. Thus even in the strict patriarchies, they have to admit of subversions coming from those that they exclude.

Thus in the Mahabharata, there are ample examples of in-between gender, exchanging gender and same-sex practices. Take the example of *Shikhandi* who is born as a girl (originally signifies the goddess *Amba*) then trades her gender with a *rakshas* (forest dwellers). She gets married to a princess and a girl is born to the princess. Then she completely breaks the *rajput* code by driving in the royal chariot etc. Many of these mythologies are present in different collections and though we can talk of certain unifying threads, there are many variations and resolutions depending on who is telling the story and to whom and in what mode. However, today the way Hinduism is constructed both by *hindutva*, 'secularism' and major sections of both the Indian and western academia form a uniform aspect. Whereas many forms of recent hinduisation have been appropriating *shakti* temples, creating centralized male divinities or setting themselves as priests control and manipulate the older *shakti* practices, on the other hand 'secular' historians do not even problematize this very complex terrain. This leads to building ridiculous historical myths and leads again to an invisibilization.

Just one example that I would like to share here. I approached the JNU school of arts and aesthetics to do both an exhibition and workshop on this. My work was rejected saying that the students would not understand the iconographies that I would be showing. However the same male staff was arguing that one should bring German indologists to their department. The attitude was no different from the male priests of the temple Tara-Tarinin in Orissa. Originally the iconography over the main entrance was one of the lesbian twins in embrace. Later it was replaced by a heterosexual image. The fear and exclusion of these lesbian iconographies is present at many different levels.

We have heard that one of the thrust areas in your research is poly-cosmology? What is poly-cosmology? Why do you call it "poly"?

Poly is a prefix that signifies multiple or plural. Thereby poly-cosmology is the aspect of many different representations of the divine co-existing. This co-existence may range from the conflictual, conradictory to the syncretic. It is not a system of many gods and goddesses, neither based on strict belief or being biologically born to.

Thus in poly-cosmological societies, you may have a family divinity, your own personal and one that is based on the overall social-political. Thus not only does the idea of the divine being

manifest in plural forms, but also that there are plural levels and modes of relationship that may co-exist. Likewise plural iconographies and mythologies.

Thus even as in the patriarchal caste system, there were tremendous spaces of contradiction and subversion because of this poly-cosmology. One myth in this context is that of sex change. Thus *Vashisht* turns into a woman when he enters an enchanted *devi* grove. This myth clearly indicates the aspect of constant interaction between different cosmo-social realities. Thus prior to the monotheistic invasions, there is no identity of Hinduism. There are plural ways of defining oneself as to one's own choice. And one may have plural constellations. Thus even in *shakti* cosmologies, there is not just one goddess that is centralised, rather the possibility of constellations. There are mythologies that convey conflict as well as resolution. To take the myth of *satis* as told in the *shakti purans*. *Sati* decides to go back to the natal home although she is not invited for *Daksh*'s sacrifice. *Shankar* is upset with her decision but then she turns into the independent *devi* and surrounds *Shankar* in all the aspects of the *dash mahavidyas* (10 *mahavidyas*). She tells *Shankar* she came to him as a wife because he had done so much *tapasya* but since he has made her angry she is reverting to her true form. *Shankar* becomes her *bhakt*.

Then *Sati* goes home in her free form - hair open and nude. She is embraced by her mother *Prasuti* (meaning fertility, pregnancy etc). *Daksh*, the father is upset and abuses her. Thus she turns into *mahakali* along with her band of *yoginis* and they destroy *Daksh*'s sacrifices as well as the entire social order that *Daksh* as the patriarchal father represents. In turning into *Kali*, she leaves her shadow body that like *Sita* refuses to burn. *Shankar* eventually carries it on his back and it is cut up by *Vishnu* (again many variations) in various pieces and wherever these pieces drop there are *sati piths*. *Shankar* too comes later and cuts *Daksh*'s head (though he has already been destroyed by the *yoginis*). However *Shankar* replaces *Daksh*'s head with a donkey and a resolution takes place. *Daksh* starts to follow *sada shiv* which is integrated into the *devi* constellation. This myth aptly conveys the different social, sexual and gender politics, representations and interaction and transformation of different divinities etc. There are also several homoerotic dimensions, both feminine and masculine. In *Sati*'s opting out of marriage, the *shakti* texts refer to a return to the inter-feminine eros. The same is the case with *Shankar* and *Daksh*.

However because of the homogenisation and setting up of what 'Hinduism should be' - fixing it as in monotheism, Sati has been fixed into a dispossessed widow who must kill herself as the ultimate submission to her dead husband. In the original myth she is never a widow but rather leaves the hetero-marriage contract.

What led you to the "excavations of feminine memories" and why?

Initially, I just wanted to travel and explore India. But as I started travelling and studying Sanskrit, I started to find these traditions. I also found while researching the manipulation of these histories both from academicians as well as through local practices. These local practices precede *hindutva*. The more I researched the more material I started finding as well as practices of their manipulation, destruction, violation and ignoring. So it was both interest, fascination, a tremendous growing of consciousness and on the other hand also a lot of anger at the different levels of denial and violation.

Apart from being a scholar you are an activist too. You are the founder of the first lesbian group of India, Sakhi*, in Delhi. When was it formed and how long did it exist? What was the social backdrop at that point of time? Did you get support or encounter opposition? What was the relation between women's rights activists and lesbian activists then in Delhi? Do you think that the scenario has changed now?*

It was formed in '87 and shut down as an archive in '96. There was a huge robbery that happened. Along with the *Sakhi* computer, fax etc, my own computer and entire photographic equipment was stolen. Later it came out that someone working in the organization had done it. This was very disheartening. However activities carried on. We organized the first demonstrations in support of the film *Fire* but the local reaction from some of the other NGOs and closeted lesbians was so vicious that I withdrew thereafter completely.

The social backdrop was very repressive and there was a lot of internalized lesbophobia by closet lesbians so the violence came not only from the mainstream but also at that time from the left, women's groups as well as women who were too scared to come out. There was next to no support then from either the so called progressive groups or the majority of the women's groups who were themselves labeling issues of sexuality as the preserve of western feminism. If it were not for outside support, the project could not have carried on.

It was a total experience of isolation for many lesbians would say we do not need a movement. There is no issue here, yet at another level I got a lot of hostility. In the aftermath of the robbery, I did not get one support call from any NGO or many of the other lesbians.

Instead material was stolen from me, my research was cited without my name, images were used etc. I also used to get hate and death threat calls – often in the middle of the night. There was a period in which I was getting 60-80 calls a day. Eventually the phone line had to be disconnected. This was in a time when it was difficult to get phone connections and as we could not get a connection in *Sakhi*'s name, we were using my telephone. The other aspect of the isolation was that no space to present any of this work. The situation has changed now marginally. Many of the women's groups are much more open, there are also other lesbian groups who are seriously doing good work. There are liberal spaces opening up at many levels but it is still very difficult for there is still very little visibility.

As a scholar, academician and art historian specialized in the field of women's sexuality do you have any message or advice for "Sappho for Equality", the sexuality rights organization fighting for the rights of sexually marginalized women?

I think it's great what you all are doing and go for it and celebrate our sexuality.

■ ***Photographs courtesy Giti Thadani***

Is Benjamin Gay?

Vivek Nityananda

I thought so today
when I said 'Hi' and he turned away
as if he had something to hide.

I could just ask if it was so
but I wouldn't know
if he'd told the truth or lied.
Besides,
it could be embarrassing.

The thing
is it's hard to tell.
Well,
one could analyse
his droopy eyes
and lilting gait
and estimate
the probability
that he isn't straight
but that's too much for me.

Some of the boys
say the tone of his voice
is a dead give-away
and then others say
the waving of his hands
is so tremendously grand
that it has to be true.
But who
knows what all that means.
He's not so much of a queen.

Perhaps I could find out
and get rid of my doubts
with a little effort and investigation.
A discreet operation
should be enough.
It's really not too tough
but all told, I must confess
I quite enjoy not being able to guess
or rather guessing afresh day after day.

I think I prefer things this way.

যেমন আছি

পিয়াস

বর্ণহীন দিনগুলো একই রকম লাগে
ক্লান্তি নিয়ে চোখ ঘুমায়
ক্লান্তি নিয়ে জাগে।

দৌড়ঝাঁপ আর ব্যস্ততা
অফিস-টাইম — উফ্ ফ্ ফ্ ফ্ ফ্!
এরই মাঝে হু হু মন
তোমার জন্য খুব।

আজকে যদি না দেখা হয়
কালকে হতেও পারে . . .
নক্ষত্রে স্বপ্ন ফোটে
দিনের আলো ঝরে!

নিষিদ্ধ সেই স্বপ্ন ঝরুক,
হৃদয় পুরে থাক্।
আলোকবর্ষ মাপতে পারে
মাঝের এ ফারাক!!!

■ ***পিয়াস 'স্যাফো'র সদস্য***

এ অপেক্ষায়

পিয়াস

সমুদ্রের মত তোমায় সিক্ত করে দেব
যদি তুমি কয়েকটা পা এগোও।
তুমি তো পারের থেকে দূরে ...
অনেকটা দূরেই রয়ে গেলে!

দূরের থেকে বল
মুক্তো খোঁজা যায় কি?
একটা-দুটো মুক্তো গভীর জলে আছে;
আমার গহীন জলে এসে
ডুব দিয়ে যাও তুমি।

জানি,
তুমি চাইছ সবুজ জমি,
বাঁধানো ঘাট —
ঐ পুকুরপারের দেশটা।
হায় মানবী! আমি নোনা জলে ভাসি
ও জলে মেটে কি তেষ্টা!

ভালবাসা কারে কয়

পিয়াস

কাফ্ সিরাপও মিষ্টি হল
দিন এগোলো যত;
কোন্ মলমে সারছে বল্‌তো
মনের গভীর ক্ষত?

বিজ্ঞাপনেও মন ভোলে না
শুনি রবি ঠাকুরের গান।
তোর জন্য আজ ও আমার মন করে আনচান!

উপেক্ষা তো রোজই করি
তবু থাকি অপেক্ষায়;
সখি, প্রেম তো সবাই করে
'সে কি কেবলই যাতনাময়'।

What Rama said to her

Vivek Nityananda

Sabari, I love you too
but you know it's not the same.
How can I play the god for you,
give me another name.

For I know not what to make
of these offerings of yours;
I can't refuse, I cannot take
these precious fruits and
flowers.

I fear the flowers will wilt,
the fruits turn sour with guilt.

■ ***Vivek writes and draws in betweeen chasing insects at the Indian Institute of Science***

Selvi

Joshua Muyiwa

Selvi decided to make dosai
So, she poured out a cup of urad dal
that tinkled like the broken beads
of an anklet,
Then added a cup of raw rice,
another of boiled rice,
the grains raced into the vessel
reminding her of greying streaks of hair.
She ground these ingredients.
A pinch of salt was added.
The prescribed half a spoon of soda
but she added just a little more,
so it would rise like the
mound of her Patti's breasts.

■ ***Joshua writes, reads, smokes, drinks tea and presently is obsessed with his afro and skinny jeans***

‘মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়’

সুরঞ্জনা রায়

যদি বলি বি-সমকামী সম্পর্ক, যদি বলি ইষ্ট মেনে চলা সমাজের যথা-ইষ্ট ব্যবস্থা, যদি বলি সরল পরিচয়ে আলাপচারিতা — এতোগুলো কথা বলে তারপরে যদি বলি মানুষের জন্যে এক মানুষীর সেই গভীর হৃদয়ের কথা, এতোসব পরপর বলার পরই কি স্পষ্ট হবে, আমি প্রেমের কথা বলছি? তুমি যদি বলো, এতো কিছু কেন? এত কথা কেন বলা? মানুষ আর মানুষী তো এজন্যই — গভীর হৃদয়ের বাণী আদান প্রদানের জন্য — পৃথিবীর ঢের বয়স বেড়ে গেলেও থেকে যায় সেই হৃদয়ের জন্য কাঙালপনা। আর তখনই আমি বলবো, বলো, হৃদয়ের কথা বলো। কিন্তু হৃদয়ের কথা কি কামগন্ধহীন হেম? মনই সার, রজনী হৃদয়ে থাকো, শরীরে যেয়ো না। আর রজনী যখন জানবে, আমি রমণী, তখন রমণ কদাপী নয়। কিন্তু মন, রজনী? রমণীর তরে এক রজনীর গভীর হৃদয়-কথা? হৃদয়ের কথাতেও তোমরা চোখ ঢাকলে, মুখ ঘুরিয়ে নিলে!

এতো কাব্যির দরকার নেই। আমি সমকামী ‘সেইসব শেয়ালে’র কথা বলছি। যারা কেবল জানে প্রেমগন্ধহীন কামের কথা। যারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়। যারা স্বাভাবিকের থেকে দূরে যায়। যারা অ-স্বাভাবিক। যারা কামুক।

যারা শেয়ালের স্বপক্ষে যুক্তি দেয়, তারা কি বলে ? শেয়ালের কটা মাথা? লেজ কবে জন্মালো?

তারা যা যা বলেছেঃ

১. যদি বলো পশ্চিমের হাওয়া লেগেছে, তাহলে বাজে কথা হবে। পুঁথি খুলে, সাল-তারিখ সব মিলিয়ে রীতিমত বলছে তারা ‘এসব’ ছিলো। বেদান্তে ছিলো, পুরানে ছিলো। ইতিহাস বলে দিচ্ছে ‘এসব’ বাজে নয়।

২. আচ্ছা মানলাম পশ্চিমের হাওয়া লেগেছে। কিন্তু ‘এরা’ কি মানুষ মারে? ধর্মের নামে জ্বালিয়ে দেয় গর্ভের শিশুকে? ‘এরা’ কি সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দেয় বিষাক্ত তেল? আততায়ী যদি নাই হয়, তবে যে হাওয়াতেই মেতে উঠুক; তোমার ক্ষতি কি?

৩. আমেরিকা বলেছেন ‘অসুখ’ নয়। এদিকেও ভারতীয় ভক্ত নাবালক চিকিৎসক, মেনে নিয়েছেন প্রায়-ঈশ্বরের সব বাণীই। কিন্তু ভয় যে কাটে না! তাই এদিককার ‘এরা’ এখনও ‘অসুস্থ’ — মননে, হৃদয়ে। চিকিৎসা হচ্ছে, এমনকি বৈদ্যুতিক চমক্ ব্যবস্থাও আছে! সেই ‘হারানো সুর’এর উত্তমকুমারকে মনে আছে? অথবা ‘দীপ জ্বেলে যাই’এর বসন্তকে? ওম্নি চেপে শুইয়ে শক্ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ‘এদের’ ক্ষেত্রেও, তাতে যদি গোলমাল কমে! কমে যায় কামুকপনা। এসব তোমাদের জানার জন্য, এ খবর সব তোমাদের জন্য।

৪. মেক্‌লে সায়েব সেই যা করে গেলেন, আজও ভারতবাসী তেমনই — আইন অমান্য করে চুমু খায়! তিনশ সাতাত্তর ধারাটা ‘একুশে আইন’ এর নস্যি নিয়ে একুশ দফা হাঁচানোর মতোই বটে! এতে না কমে কষ্ট, না মেলে কেষ্ট!

৫. এখানে বোধ হয় হাল্কা রসিকতা চলে না। যারা মৃত্যুর কোটায় চলে গেছে, সেইসব অস্বীকৃত আত্মারা, তোমরা খবর পাও সেসবের মাঝে সাঝে, সেইসব মৃত্যুর। যারা কামে জ্বলেপুড়ে মরে, তারপর একেবারে মরে যায়!

৬. আরও কিছু আছে। কিছু কিছু গল্প আর কবিতা। যেখানে ‘এরা’ জানে তবুও আকাশ নীল। ঝিনুকের বুকে আল্পনা আঁকা। ঈশ্বরের নিহত মুখে নিজেদের উজ্জ্বল চোখ তুলে ‘এরা’ও তোমায় বলেছে কিছু? বলেনি কি সেই সব সুখী অবসরের গান? তুমি তো এসব অন্তত জানো!

অথবা জানো না। জানলেও মানো না। তারা যারা যা বলে ‘এদের’ জন্য, তুমি শোন না। শুনতে চাও না। কারণ, কামুককে তুমি ঘৃণা করো। তোমার পরিবার, তোমার দর্শন। সব শেষে দাঁড়িয়ে থাকে তোমার অভিজ্ঞানের বীজ, তোমার উত্তর পুরুষ। আর ‘এরা’ এখানে সেই একা , ‘পরিবার’হীন, ক্ষণস্থায়ী বহমান নদীর মত। সমুদ্রে মেশা যেন হয় না ‘এদের’। ‘এরাই’ ‘এদের’ জীবনের শেষ কথা। কিন্তু তোমারই পুরুষার্থ যখন বলে, ধর্মে থাকো, অর্থে থাকো, মোক্ষে থাকো এবং কামে থাকো, কই বংশ বিস্তার নিয়ে কিছু বলল না তো! তাহলে ওটা ছাড়াও ধার্মিক হওয়া যায়, বলো?

কিন্তু থামো। তোমায় বোঝানো বৃথা। তুমি বলছো, আমি মানছি — এরা কামুক। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়। সাক্ষাৎ শয়তান। তবে তারা এতো হৈ-চৈ করে কেন? কেননা ‘এরা’ও আছে। ছিলো। থাকবে। কোথায় থাকে ‘এরা’? যেখানে মানুষ, সিন্ধুঘোটক অথবা পেরেস্ত্রৈকাও থাকে না, সেই মঙ্গলগ্রহে? নয় তো? তাহলে ‘এরা’ও তোমাদের মাঝেই জন্মাচ্ছে, এবং বড় হয়ে উঠছে। ‘এরা’ও তাহলে বাবা- মা- ভাই- বোন- আত্মীয়-স্বজন- স্কুল-কলেজ-অফিস — তোমরা যা যা নিয়ে থাকো, বাঁচো, বড়ো হও সেইসব নিয়েই বড়ো হয়? তোমরা যদি জানো ‘কাম’ কোথায় চলে এবং কোথায় চলে না, ‘এরা’ও জানে। যদি বি-সম-‘কাম’ কেন্দ্রিক একটা জীবন কাটাতে কাটাতে তোমরা হাসি-কান্না-রাগ-ঘৃণা-বিস্ময়-প্রেম-কাম সবের মাপকাঠিই ঠিকভাবে বুঝতে পারো, যদি তোমরা বি-সমকামী হয়েও কেবল কামুক না হয়ে ওঠো ‘এরা’ও তো তাই?

আরও একটা কথা। যখন তুমি ও তোমার যৌন সঙ্গী যথা-ইষ্ট সমাজের ন্যায়-নীতির বাইরে আলাপচারিতা চালাও, যখন বন্ধ দরজার ভেতরে শুধু তুমি ও তোমার বীপরীত লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকো, কখনো কি পুরুষ হয়েও তুমি ‘মা’য়ের মতো ভালো হয়ে ওঠো না? অথবা নারী হয়েও তুমি পিতার মতো মাথায় হাত রাখো না তার দুঃসময়ে? এখানে এইসব সময়ে কোথায় থাকে তোমার শারিরীক লিঙ্গ পরিচয়? তুমি কি সে সময় মনে মনেও পুরুষ থেকে নারী অথবা নারী থেকে পুরুষ হয়ে যেতে পারো না? কোনো কোনো পরিচিতি বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে যৌনতা বা কাম নাও থাকতে পারে, কিন্তু ভেবে দেখো যথা-ইষ্ট অনুশাসনের পরেও তোমার মন উচাটন!!! তুমি মেয়ে হয়ে বাড়ির একমাত্র ছেলের মতো ছোটাছুটি করছো, ছেলে হয়ে বড় দিদির মতো বসিয়ে দিচ্ছ সেদ্ধ ভাতে-ভাত! মনে মনে এই অদলবদল ঘটে না তোমার? যদি ঘটে তাহলে তুমিও তো বি-সমকামী হয়ে তবুও সামাজিক লিঙ্গপরিবর্তনের অনুভূতি রেখে থাকো?

আচ্ছা, এতো জটিলতায় কাজ নেই। এসো একটু ভক্তির কথা বলি। তুমি কৃষ্ণভক্ত? তুমি কি বৈষ্ণব? বলো কৃষ্ণ পুরুষ না নারী? আমি জানি, সর্বসম্মতিক্রমে তোমরা কৃষ্ণকে পুরুষ বলে জানো এবং মানো। আর ভক্ত বৈষ্ণব রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়। কিন্তু আমি ঠিক বলেছি কি? তুমি পুরুষ এবং তুমি রাধাভাবে নিমজ্জিত হয়ে একান্তচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকো? রাধাভাব কেমন? রাধা তো নারী! তুমি শরীরে পুরুষ হয়ে অন্তরে নারীভাবে ভাবিত হও? তাহলে ওপরে যে জটিল সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়ের গল্প বলছিলাম, এখন সেটা কি একটু সহজ লাগছে?

তাহলে ‘এরা’ আর তোমরা আলাদা কোথায়? ‘এরা’ সমকামী আর তোমরা বি-সমকামী। যৌন ভাবে তোমরা বিপরিত লিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তি প্রতি আকৃষ্ট হও আর ‘এরা’ সমলিঙ্গ পরিচয়ের ব্যক্তির প্রতি। তাহলে লিঙ্গপরিচয় আর ‘কাম’ নামক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে তোমরা ও ‘এরা’ আলাদা। কিন্তু কামের বাইরে যা? যা মননে, যা বোধে, যা স্বপ্ন নয় বা যা সত্যি নয় — সেই হৃদয়ের কথায়?

ধরো, সমুদ্রের বালিতে তুমি ঝিনুক খুঁজছো। এক এক ঝিনুকের বুকে এক এক রকমের আল্পনা। কিন্তু বালির বুকে জড়িয়ে, বালি মাখামাখি ঝিনুকগুলো পাশাপাশিও তো পড়ে রয়েছে। যদি এই আলাদা আলাদা আল্পনা আর আলাদা আলাদা মানুষের মন — এ দুয়ের একটা পারস্পরিক তুলনা করা যায়, আমার বক্তব্য বুঝতে সুবিধা হবে। বিভিন্ন আল্পনা আলাদা, বিভিন্ন মনে কাম ভাবনাও আলাদা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকটাই যেমন ঝিনুক, শেষ পর্যন্ত সব কটা মনই মানুষেরই। সমুদ্রতটের বালিয়াড়ী যদি সাহিত্য হয়, আর এক একটা ঝিনুক যদি হয় সাহিত্যের এক একটা মনের গল্প, তবে তোমাদের মনের গল্পের সঙ্গে ওই সমকামী মনের গল্প কোথাও না কোথাও তো এক হবেই, যেমন ঝিনুকের আল্পনার ধরণে কিছু সাধারণ মিল থাকে।

যদি সাহিত্য, (আজকাল সমকামী সাহিত্যও হয়) যা বি-সমকামী মনের খোঁজখবর রাখে, সেই ধরণের সাহিত্যে খোঁজ করা যায়, দেখা যাবে আসলে মনের গোপন কোণায় অনেক পরিবর্তিত লিঙ্গের ঘর রাখে। সে ঘরগুলোয় কখনো সে শারিরীক লিঙ্গ পরিচয়ের বিপরীত পরিচয়ে সেজে বসে থাকে। এবার যদি তোমাদের অ-কামুক মন আর ‘এদের’ মনের কিছু মিল অন্তত পাওয়া যায়, যদি দেখা যায় বুকের গভীরে ‘এরা’ও সেই তোমাদেরই মত — সঞ্জু, শক্তি, কর্মী-সুধীদের বিবর্ণতাকে নাকচ করে হৃদয়ের তরে এক হৃদয়ের গভীরতাকে খুঁজে ফেরে, তাহলেও কি মুখ ফিরিয়ে থাকছো তুমি? ‘এরা’ আর ‘তোমরা’র এই গণ্ডী ভেঙ্গে তোমরা ‘আমরা’ হয়ে যেতেও তো পারো তখন? যদি হৃদয়ের কথা বলি তোমায়?

■ *সুরঞ্জনা এমনি একজন সাধারণ মানুষ*

Meeting Mummyji

Text : Dea
Illustrations : Mita

"Oh Bloody Hell", I yelled as I am stuck in traffic and my phone is ringing again. In a hurry, I have taken a wrong turn and wondering which way to go now. The traffic however is not showing any signs of life. I sighed and took the call. "Dea, I have reached the airport and am waiting for you in front of the departure terminal." "*Ji*, I am almost there, I will take another five minutes to reach." Mental Note : 1. I am actually fifteen minutes away from the airport. 2. I have lied and spoiled yet another chance of making a good impression. 3. I must repeat "Why me? Why me?" to get rid of the sin and the regret. This minor aberration of behavior would have been overlooked if "*Ji*" as in *Auntyji* was my *Maashi* or *Pishi*. *Auntyji* is my partner Mita's mother and I am going to meet her for the first time, that too on my own!! I had foreseen such a situation of meeting the family but never did I imagine that I will have to be alone in this.

In our relationship, Mita is certainly the more courageous and has been sort of out to her mother. She has openly cried about her lost lovers and *Auntyji* being an educationist has not taken long to understand about her identity and preference. I remember that when we got more serious about our relationship, Mita made it a point to drop my name in conversations with her mother. It had become important for her, to let *Auntyji* get familiar with my name. Last *Diwali*, she finally explained to her mother that we have been together for two years and she was happy with me. *Auntyji* did not exactly leap up in joy at the news; she was not negative about it. She became concerned as she did not want her daughter to get hurt from her new 'Special friend' (Her term for Mita's girlfriends), the way others have. She had then asked her details about me and had looked satisfied, which we later on discussed as a good start. From then on, Mita has mentioned to her when she came visiting me, I got to speak to her a couple of times. Still, I was completely unprepared for this airport visit.

One fine day, Mita broke the news that her mother was visiting my city and she wants to meet me on the day that she arrives as it is a short work trip of three days. Also was included, couple of helpful hints:- 1. I should not behave tongue-tied or freeze. 2. I should dress smart and 3. I should stay with *Auntyji* as long as she wishes me to, no trying to hurry back. I do freeze at times, and with Mita not being there, I was likely to get so. Dress up was another confusing decision; Mita wanted the evening trouser look, while I was dying to try on my new *kurta* set. Finally staying ... was a scary thought. The fact that *Auntyji* herself had told Mita that she would love to meet me on this trip did not make me any less nervous. On the fateful day, I travelled for two hours, late in the night and was unable to reach due to a road blockade. During the journey, I had spoken to *Auntyji* several times, my cheerful voice changing into one of despair as I realised that I would be unable to meet her. We had then decided to meet at the airport, before she took her flight back. In spite of my best of efforts, I had missed a chance and realised that probably I was trying way too hard. Mita after all liked the way I am with my shortcomings.

Now, back to present... still stuck in traffic and after much honking, cursing, sweating and speeding, I managed to reach the airport. I had come right out of office after the day's work. My helmet had disheveled my hair, my top was slightly crumpled and I said a silent prayer that my French perfume should not at least let me down. Wading through the crowd at the departure area, I found the elderly lady sitting on a bench and looking around, wondering who I might be as Mita has never shown her my photos. She looked what Mita would be looking like many years from now and the thought made me smile.

"*Namastey* Aunty" (I would love to do a '*Pairee Ponaa*' but Mita had warned me against using my accented Punjabi). I bent down to touch her feet, she caught me midway and greeted me with a tight hug and kissed me on my cheeks. This hug cleared some of the anxiety and apprehensions that I had on my mind. She made space for me to sit down next to her and commented that I look a lot like Mita, only on the plumper side. This is quite some compliment, the plum bit was correct but she was being way too generous, overlooking my Mongoloid-ish features compared to Mita's '*Punjabi Kudi*' looks.

"Do you wear a *saree*?" All it needed was me nodding my head with a yes and a thank you, but in a 'bright spark of an idea', I decided to tell her how much I liked sarees, how I wear *sarees* at home for all occassions, the beauty of the tant saree, a verbal essay of sorts on my *Saree*-Love. "I bought a silk *saree* for you last night. I thought that you as a Bengali would look graceful in one, my daughter is more into suits (punjabi expression for *salwar kameez*)". If I took this gift as a *shagun*, it stands for a blessing from elders. I had got for her a suitset and she, like any other mother complained the usual "You should not have..." and "This is so pretty but you should not have...". As we exchanged gifts, I understood that this gift of *saree* was not acceptance but more of an invitation to be a part of the family. "Tell me a little about yourself, Mita keeps telling me but I want to hear from you." I told her about myself, my parents and the extended family, my education, my jobs and the places it has taken me to. She then told me about the purpose of her visit and how it was a part of all the great work that she was doing in the field of women's education

and empowerment. I had known of her recent successes, so I congratulated her on her achievements. I also added that my parents knew about my good friend, Dr. Mita, who has made sure that my father gets the best treatment through her colleagues in Kolkata. In my mind, I was trying not to mention her name too many times, but I have such a 'bad habit' that I could not stop myself from doing so. My closest friends can vouch for me.

"Her father and I felt worried when she decided to shift back to Delhi, you know how unsafe that city is, but now she is coping up well", told *Auntyji*. I replied, "the decision was taken by us as the city does offer enough opportunities to do justice to Mita's profession as a surgeon while my city does not. Our families are important to us and it is nice that one of us is getting to live near her parents". *Auntyji* then told me, "I was helping her unpack in the new house; I could not help but notice that her style of dressing has changed considerably". Mental note: - trick question alert. I responded, "she looks rather nice in them. In fact, I bought them as she carries certain styles beautifully". *Auntyji* smiled and we drifted into talking more about Mita. I told her that in these years, I have discovered two sides of Mita, one as Dr. M - cool and in control and the other is the little girl who wants to be pampered and told off at times. *Auntyji* told me that there has been another Mita, full of sadness when her "special friends have stopped being friends with her." I knew about her past, I knew these women as well. I needed to assure *Auntyji* that the very fact that Mita has had the confidence of introducing me to her mother was a pointer itself to how sure we are of ourselves. "We met each other after attaining a certain degree of maturity, having undergone the bitterness some relations bring to our lives. Over the time, we have discovered that we enrich our lives in many ways as is not possible by others. It is difficult and unnecessary to try and find a new 'friend', I would lose much if we ever end our friendship." Somewhere, deep down I could not say the word 'love' in front of her but knew that she would definitely understand the underlying meaning of what I was wanting to convey.

"You actually look a lot like Taslima Nasreen, with a different hair and glasses". I chuckled at the suddenness of this comment; my looks have changed yet again. "Mita's father is upset with her decision to not marry, to me what matters is her happiness." She was not voicing a worry, rather was asking me to be with her daughter now that we have been together for long. Mental note:- She likes me with her daughter, right to feel smug about self. "Oh, time to leave, Dea! I never realised how fast these three hours went past. I wish you could reach my guesthouse on the first day itself. I enjoyed speaking to you and I would have got some more time to spend with you. When you had told me that you were stuck in the road blockade, I booked you into my room so that you can come and rest after such a long day. I had even got you dinner as you must have been hungry." I could not help but agree that I too wanted to speak to her more as I wanted to tell her more about us so that whatever apprehensions that she has in her mind, goes away.

Throughout the conversation, I noticed how *Auntyji* had changed from a worried mother to an assured parent who knows that this is not a 'phase'. I got treated as an individual and our relationship received the respect and recognition of at least one of our parents. "I know you will be coming to Delhi to meet Mita and then you will have to keep the Sunday free for us as I want you two to come down and visit us. I would like you to meet the rest of the family. Please convey my regards to your parents and invite them to our home on our behalf. They too are our family now and we would like to meet them too." With these words, she hugged and kissed me again and bid goodbye. My heart got filled with happiness as I discovered the source of some of the qualities that Mita possesses. Now, I am eagerly looking forward to the day when I can call her '*Mummyji*' as nothing else will suffice.

.... And *Papaji*!!

This May, one of the weekend holidays, I left for Delhi with the Sunday kept for the home visit. On the way, we picked up Mita's grandparents who entertained us with their endless stories. Mita's father was thrilled to hear about my father's music related profession, he immediately proposed that the 'fathers' should plan a devotional music album together. He also instructed me to suggest suitable changes and inclusions in the college courses at *Auntyji*'s college. Mita's younger brother and me bonded over mutual love for *Kolkata Knight Riders*. At the end of the day, Mita's father blessed me and told me to extend their invitation to my parents to visit them. The only 'enmity' I faced was from 'Chotu' a huge German Shepard and Mita's pet!! He immediately recognised me as the one whom Mita is more affectionate of these days and expressed his ire with loud barking and snarling.

Week later, I got a call from Mita from her parent's home (her weekend home visit) that her father has been very impressed with me and is keen to get me married to her younger brother !!

■ **Dea, a Bengali from West Bengal, met Mita, a Punjabi from Delhi, in the south of India under circumstances which were nothing less than filmy. The same flavour has been the guiding force ever since in their couple-life.**

"THIS CITY IS ROCKING QUEER!!"

Culturally Kool says "Just received some more queer films for our weekend film show. We are inviting some of the directors and actors to share with us their experiences. When can we have that Bhupen Kakkar retrospective? Yes, ***This city is Rocking Queer!!.***"

Activistas says "Our protest march saw equal participation of the media and common people who identify with our cause. We should intensify our protests and activistas from other cities have promised to pitch in help as well. Should we ask Medha and Arundhati too? WE will make ***this city Rocking Queer!!.***"

Simply Single (over phone to another simply single) "Hey! This Friday we are meeting at X's place to celebrate Y festival. The invites list is touching 150 now. Don't you think we have some hope with the 148? Cummon, ***This city is Rocking Queer!!.***"

Cozy couple says "We are off to housewarming party of A&B's new flat. Z's going there with her adopted baby, she looks like a doll. Now, do we take red roses with white wine or white roses with red wine? With more couples adopting babies and setting up families, ***this city is Rocking Queer!!.***"

Sportsys' " Dont forget to come to XYZ pub for IPL finals over beer fest. If only we could get some of those cheer leaders. Yo, ***this city is Rocking Queer!!.***"

Teen queer teen (after that first call to the Helpline) " I am not alone ... ***this city is Rocking Queer!!.***" (Smiles).

■ ***Dea***

"স্বকণ্ঠে" - অভিজ্ঞতা ও অনুভব

শ্রীজা

চেনাশোনার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সাহস করে ফোনটা করেই ফেললাম 'স্যাফো'তে। ২৪ বছরের আমি তখন, তারও আগে ২০ বছর বয়স থেকে জানি 'স্যাফো'র কথা, সময় লেগেছে, নিজেকে জানতে, বুঝতে। বোঝাপড়ার জায়গা তৈরী করতে হয়েছিল মায়ের সাথে। মাও সম্মতি দিয়েছিলেন 'স্যাফো'তে যোগাযোগ করতে। ফোনের পর দীর্ঘ তিনমাস ধরে 'কাউন্সেলিং' করাতে গেছি। আলোচনা করেছি নিজের কথা, পরিবারের কথা। অবশেষে এল আমার দেখা করার দিন 'স্যাফো'র এক member-এর সাথে।

ভরদুপুর উল্টোডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে আছি নুপুর আসবে বলে। হাতের তালু ঘামছে, বুকের ভিতর শুকিয়ে যাচ্ছে। নুপুর এলো, আমরা দুজনে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। অনেক কথা হল ওর সাথে। অবশেষে এল বিল মেটানোর সময়। আমি pay করতে চাওয়ায় নুপুর বল্লো, "কোনও একদিন তুই-ও pay করবি, যখন 'স্যাফো'র হয়ে তোর মতো অন্য কারোওর সাথে দেখা করতে যাবি তখন।" ধাঁ করে কথাটা গিয়ে বুকে, মাথায় ঝনঝন করতে লাগল। আমিও অংশী হতে চলেছি ইতিহাসের।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, এতক্ষণ আপনারা ভাবছেন এই লেখা তো সাধারণ মানুষের কাছে "স্বকণ্ঠে" পোঁছে দেবার অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাহলে এগুলো কি? আসলে ইতিহাসের অংশী হয়েছি, শুরুটা তো বলতেই হবে, তাই না?

'স্যাফো'র মিটিং-এ এলাম। একমাসের মধ্যেই বইমেলা। জানতে পারলাম "স্বকণ্ঠে" 'স্যাফো'র পত্রিকা যার মাধ্যমে 'স্যাফো' যোগসূত্র তৈরী করতে চায় বহু মানুষের সঙ্গে। বইমেলায় নেমে পড়লাম "স্বকণ্ঠে"নিয়ে। মিথ্যে বলব না, একটু ভয় করছিল। ২০০৫ সাল সেটা, ২০০৪-এ ভয়ঙ্কর সুনামী হয়ে গেছে। সেই ছায়াও মানুষের মনে রয়ে গেছে। একজনকে approach করায় উনি ছিটকে সরে সরে যেতে যেতে বলছিলেন, "সুনামী তো, না না আর দেব না, সুনামীর জন্য অনেক জায়গায় অনেক টাকা দিয়েছি", কিছুতেই ওনাকে বোঝানো গেল না সুনামী নয়, "স্বকণ্ঠে"। আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে আমার প্রথম দিনের ভদ্রমহিলার কথা বার বার মনে পড়ে। আসলে "স্বকণ্ঠে"টা বোধহয় সুনামীই। আছড়ে পড়লে অনেক কিছুই টাল খেয়ে যায়। প্রথম বছর যে মাঠে নামে 'স্যাফো'র নিয়ম অনুযায়ী তাকে 'শ্যাডো' করা হয়। আমাকেও আমার চেয়ে যারা 'সিনিয়র' তারা 'শ্যাডো' করছিল, আর আমি ফাঁক খুঁজছিলাম কখন এর মধ্যে দিয়ে গলে যাওয়া যায়। 'শ্যাডো' করা হয় কারণ কোথাও অসুবিধা হলে আর পাঁচজন যাতে এসে পাশে দাঁড়াতে পারে সেইজন্য। আমি আসলে একা 'ফেস' করতে চাইছিলাম। জানি আমায় জিজ্ঞাসা করা হবে, "তুমি কি 'লেসবিয়ান'? তোমরা কি করো?" করাও হয়েছিল এই প্রশ্ন। জোর গলায় বলেছিলাম, "কই দলিতদের নিয়ে, যৌনকর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যারা আন্দোলন করেন, তাদেরও কি আপনি বলেন, আপনি কি দলিত? আপনি কি যৌনকর্মী? শুধু আমাদের বেলায় এই প্রশ্ন কেন? তা কি শুধুমাত্র 'লেসবিয়ান' কেমন হয়, তাদের হাত, পা, নখ, বুক দেখতে চান বলে?" ভীষণ ছোট মনে হত নিজেকে, তাও দাঁতে দাঁত চেপে অফিস থেকে ছুটতে ছুটতে এসে "স্বকণ্ঠে" নিয়ে মাঠে নেমে পড়তাম। এই প্রশ্নগুলোর মাঝে কিছু মানুষ এমনও আছেন, যাঁরা পত্রিকা পাওয়ার পর জড়িয়ে ধরেছেন। নিজের রুমাল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিয়েছেন। রাতে ঘুমাতে গিয়ে যখন ঘুম আসতো না,ছটফট করতাম, এই সহমর্মী মানুষদের কথা একদম শেষে ভাবতাম আর যখন চোখ খুলতাম দেখতাম সকাল হয়ে গেছে। 'স্যাফো'তে আসার পর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। তার মধ্যে চারটে বইমেলা হয়ে গেছে। প্রথম বছরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বছরের অভিজ্ঞতার তফাৎ দেখা দিয়েছে। প্রশ্নের ধরণ পাল্টেছে। এখন আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না আমার orientation নিয়ে। এখন বলেন, "যে দেশে লোকের থাকা, খাওয়া, পরণের পোষাক নিয়ে সমস্যা, সেখানে যৌনতা নিয়ে আন্দোলন কি করে হয়?" আসলে তো আন্দোলনটা শুধু যৌনতা নিয়ে নয়, সবকিছু নিয়ে। যৌনতার কারণে একজন মানুষ তার basic need থেকে বঞ্চিত হন, তখন লড়াইটা আর যৌনতার লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই লড়াই তখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে যায়। তাই তো সারাদিন আমি এবং আমার আরোও বন্ধুরা অফিসে কাজ করার পরে, বিকেলে বইমেলার মাঠে পাঁচ টাকার "স্বকণ্ঠে" বুকে আঁকড়ে ধরে দে দৌড়, দে দৌড়। পাঁচ টাকা দামের দশ পাতায় আসলে জীবনীশক্তি লুকিয়ে আছে। প্রশ্নটা পাঁচ টাকা নিয়ে নয়, প্রশ্নটা আরও বেশী মানুষের কাছে পৌঁছানো নিয়ে। আরও বেশী মানুষকে আমাদের issue জানানো নিয়ে। প্রথম বছর যারা "স্বকণ্ঠে"র বিষয় শুনে ছিটকে গেছেন, এমন মানুষকে দুবছর বাদে নিজে এসে "স্বকণ্ঠে" নিতে দেখেছি। কিছু মানুষ বই মেলায় এসেই "স্বকণ্ঠে" খোঁজেন আর দেখতে পেলে বলেন "এতক্ষণ কোনদিকে ছিলে, কতক্ষণ খুঁজছি তোমাদের"।

গত তিন বছর ধরে লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে আমরা একটা টেবিল পাচ্ছি। সুবিধা হয়েছে অনেক। আমাদের যাঁরা এতদিন মাঠে খুঁজে এসেছেন, তাঁরা টেবিলে চলে আসেন। ভীষণ ভালো লাগে তখন। রক্ত, ঘাম ঝরানোটা সফল বলে মনে হয়। আবার 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন এমন একজন 'সাহিত্যিক'কে দেখেছি "স্বকণ্ঠে"র বিষয় শুনে লাফিয়ে পালানোর আগে ভয়ঙ্কর রকম অপমান করতে।

পাশাপাশি অনেক মজার ঘটনাও থাকে। আমদের মধ্যে কয়েকজন "স্বকণ্ঠে" বিক্রি করে আর যারা সহজ বোধ করে না বিক্রি করতে তারা বিভিন্ন ধরণের ভূমিকা পালন করে। যেমন, টেবিলে বসে অনেকে, কেউ আবার আধঘন্টা, একঘন্টা অন্তর এসে জলখাবার খাইয়ে যায়, ব্যাগপত্তর, "স্বকণ্ঠে" আর টাকার হিসেব নিয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের code language-ও আছে, মানে one day player আর test player। one day player মানে যার খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয় আর test player হচ্ছে আস্তে আস্তে বিক্রি হওয়া। এখন যারা বিক্রি করে তাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষও আছে যারা বইমেলা থেকেই "স্বকণ্ঠে" কিনেছে এবং পড়ে যোগাযোগ করেছে, সদস্য হয়েছে, আবার পরের বইমেলায় নিজেরাই "স্বকণ্ঠে" বিক্রি করেছে। গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। মালবিকাদি আর সুমিতাদির গল্প আছে যে! এঁরা যেটা করেন তা হল এঁরা বাজী ধরেন। সুমিতাদি সবসময় আমাদের হয়ে বাজী ধরেন মানে আজ আমরা এতগুলো "স্বকণ্ঠে" বিক্রি করতে পারব। আর মালবিকাদি ধরেন কিছুতেই এতগুলো বিক্রি করতে পারবো না। মালবিকাদি প্রতিবার হেরে যান (প্রাণপনে নিজেই হারতে চান আসলে)। কিন্তু দুজনেই টাকা দেন। আর আমরা বইমেলার পরে তা দিয়ে পিকনিক করি।

বইমেলার সাথে আমার ভীষণরকম প্রাপ্তিযোগ আছে। তারই মধ্যে একটা আমার মায়ের "স্বকণ্ঠে" বিক্রি করা। গোটা মাঠে মা আমাদের সাথে ছুটে বেড়িয়েছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "আপনি কেন? আপনি তো শাঁখা সিঁদুর পরে আছেন?" মা উত্তরে বলেছিলেন, "আমার মেয়ের জন্য, ওদের অধিকারের জন্য। এই লড়াই আসলে আমারও লড়াই।" আমার নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ মনে হয়েছিল।

এর পাশাপাশি অনেক ভয়-ও থাকে। আমার কথা বাড়ির লোক কিংবা আমার কাজের জায়গায় সবাই জানে। কিন্তু যে মেয়েগুলো আজও বলতে পারেনি, তাদের কথা যদি জেনে যায় কিংবা আমার বোনের শ্বশুরবাড়ি যদি জানে, কি হবে?

ভাবিনা আর, জীবন বাজী ধরেছি যে। টগবগিয়ে ফুটে চলা রক্তকে থামাতে শিখিনি যে। আমার পথটা না হয় তুলনামূলক সহজ ছিলো। যাদের পথ সহজ নয় তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে তো। যে মানুষেরা জানতে চান তাদের হাতে "স্বকণ্ঠে" তুলে দিতে হবে। যে মানুষেরা এখনো পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন তাঁদের কাছেও কোনও একদিন "স্বকণ্ঠে" নিয়ে পৌঁছাতে হবে যে। চার ঘন্টা কঠোর পরিশ্রম করে, গলা ফাটিয়ে সব পত্রিকা শেষ করে যখন ঘরে ফিরি দেখে মনে হয় ভীষণ ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। কিন্তু তার ভিতরের ঘটনা আসলে অন্য রকম। শান দিচ্ছি নিজেকে, সংহত করছি নিজের সমস্ত শক্তি, পথে নামতে হবে যে ...। জানাতে হবে, আমরা আছি।

■ *শ্রীজা 'স্যাফো'র সদস্য*

Sappho for Equality
Administrative Office & Resource Centre :
11A Jogendra Gardens(S), Ground Floor, Kolkata 700 078
E-mail : sappho1999@rediffmail.com
Website : www.sapphokolkata.org
Contact : 2441 9995 (12 - 8 p.m. Except Mondays)
Helpline : 98315 18320 (10 a.m. - 9 p.m.)

Publication supported by

Astraea LESBIAN FOUNDATION FOR JUSTICE